তারিখ 27 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

যুগান্তর

জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির বর্ণাঢ্য র‍্যালি -যুগান্তর

সরকারপন্থী শিক্ষকদের শিক্ষক দিবস পালন : মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী দুই র‍্যালিতে

যুগান্তর রিপোর্ট

বৃহস্পতিবার জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলো আলোচনা সভা-র‍্যালিসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করে। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন দুটি শিক্ষক সংগঠনের র‍্যালিতে আলাদাভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এভাবেই সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনের মাঝে প্রকাশ্য বিভাজন সৃষ্টি করেছেন। সরকারপন্থী ২/৩টি শিক্ষক সংগঠন ছাড়াও অন্য কোন শিক্ষক সংগঠন এ উপলক্ষে কোন কর্মসূচি পালন করেনি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিনে সরকার সমর্থক শিক্ষকরা জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে গত ২০০২ সাল থেকে পালন করে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দুটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষক সমিতি ঐক্যজোট বেলা ১১টার দিকে শিক্ষা ভবন থেকে একটি র‍্যালির আয়োজন করে। এতে নেতৃত্ব দেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। র‍্যালি-পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

শিক্ষক : সরকারপন্থী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ও শিল্প উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বক্তব্য রাখেন এবং র‍্যালিতে অংশ নিয়ে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত যান। বিকাল ৩টার দিকে সরকার সমর্থক অপর অংশ প্রফেসর শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ব্যানারে শিক্ষা ভবন থেকে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। র‍্যালিটি প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়। দুই র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা বলেন, দুই মন্ত্রীর উচিত ছিল দুটি শিক্ষক সংগঠনের ব্যানারে আলাদা আলাদাভাবে দুটি র‍্যালি না করে একই সময়ে একটি র‍্যালি আয়োজনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপও নেননি।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সকালে র‍্যালি শেষের সমাবেশে বলেছেন, শিক্ষক সংগঠনের নামে কিছু অশিক্ষক ও চেনামুখ রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণকামী নয় তারাই নানা রকম বিভ্রান্তির ধূম্রজাল তৈরির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এসব অপপ্রয়াস রুখে দেবে। তিনি বলেন, গত ৪ বছরে শিক্ষকদের দাবি আদায়ে রাজপথে নামতে হয়নি। জোট সরকার শিক্ষকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা চাওয়ার আগেই পূরণ করেছে।

বিকাল ৪টার দিকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষক দিবস-০৬ উপলক্ষে 'জাতি গঠনে শিক্ষকগণের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। সমিতির সভাপতি প্রফেসর আবদুস সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ নূর আফরোজ বেগম জ্যোতি, বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গাজীউল হাসান খান, দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, প্রফেসর মোঃ কফিল উদ্দিন, প্রফেসর হোসনে আরা, প্রফেসর শরীফুল ইসলাম, প্রফেসর এমএ রউফ, এসএম শফিকুল ইসলাম, এম শফিউল্লাহ প্রমুখ।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দিয়ে বলেন, শহীদ জিয়া যেমন শিক্ষকদরদি ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও তেমনি শিক্ষক হিতৈষী। বেসরকারি শিক্ষকদের শহীদ জিয়াই প্রথম জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গত বিএনপি সরকার তাদের বেতন ৯০ শতাংশে উন্নীত করেছিল। জোট সরকার শিক্ষকদের উৎসব ভাতাসহ অবসর সুবিধা ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। শুধু বেসরকারি শিক্ষকই নয়; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড ও সিনিয়র শিক্ষকদের